অনুশোচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥অনুশোচনা॥

বালাদাস আপ্তে সকালে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ রবিবার, তাতে পাপস্বীকারকারীদের দল আর একটু পর থেকেই আসতে শুরু করবে। স্নান সেরে তিনি তাড়াতাড়ি তৈরি হতে লাগলেন ভজন-মন্দিরে যাবার জন্যে।

বালাদাস আপ্তে কংকন প্রদেশের টুসুঘাট ও পানজিম অঞ্চলের একজন নাম-করা লোক। গোয়া থেকে যাতায়াতের বড় সড়কের ওপর সেন্ট জেভিয়ারের যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য মন্দির অবস্থিত, বালাদাস সেখানকার সহকারী পুরোহিত, সাধারণ উপাসনা করেন না বড় একটা, রবিবার সকালে পাপস্বীকার গ্রহণ করেন ও বিধি অনুসারে দণ্ড দেন। বালাদাসের পবিত্রতার জন্যে সকলে তাঁকে খুব মানে ভয়ও করে। কনফেশন্যালের ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি দিয়ে মস্ত বড় জনারের ক্ষেত আর পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর দৃশ্য দেখতে দেখতে অপরাধী ভক্ত এক একবার যখন বালাদাসের দীর্ঘ দাড়ির দিকে চায়, তখন সত্যিই নিজেকে সে ঘোর পাপী ও অসহায় মনে না করে পারে না।

বালাদাস জর্ডনের পবিত্র জলের আধার থেকে নিজে একটু জল মাথায় দিয়ে ক্যাম্বিসের চটের মত লম্বা গাউন পরে সেন্ট জেভিয়ারের ধর্মমন্দিরের ঘুলঘুলি-জানালায় গিয়ে বসেন টুলের ওপর। গত বিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন তিনি। তার আগে গোয়ার একজন মেসন্ ব্যবসায়ীর নকলনবিশ ছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

খুব সকালে প্রথমেই এসেছে একজন চাষী লোক।

বালাদাস তাঁর বাঁধা কাজ কলের মত করে যান। চাষী লোকের মাথায় জর্ডনের জল ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ল্যাটিন মন্ত্র ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করে চলেন–

আউট ননকমিটিস্ সনকোমিটিস্ ও ডেলা জেসু
ননকমিটিস্ সনকোমিটিস্ ও ইমিড ত্রিস মারি
হিপোক্রিটিএ নিহিল স্যালভিটর এ আউট–

তার পর গ্রাম্যকৃষককে জিজ্ঞেস করেন গম্ভীর স্বরে–কি কি দোষ বলিয়া যাও। পারত্রিকের সভায় ভগবান সিংহাসনে আসীন। দেবদূতগণ ভেঁপু বাজাইয়া শেষ বিচারের দিন তোমার কৃত সমুদয় পাপরাশি সকলের কাছে প্রচার করিতেছে। তুমি কি কিছু লুকাইয়া রাখিতে চাও?

সংযত সাধুভাষার বাক্যে চাষা ভীত ও স্তব্ধ হয়ে পুরোহিতের মুখের দিকে চেয়ে বলল–কিছু লুকোব না হুজুর। সোমবার সন্দেতে, সলোমন বালকৃষ্ণ যে কুমড়োর ক্ষেত করেছে পাশেই, সেখান থেকে দুটো কুমড়োর জালি না বলে নিয়ে–

বালাদাস চমক দিয়ে বললেন–বল চুরি রূপ মহাপাপ–

–আজ্ঞে চুরি রূপ মহাপাপ করেছি। মঙ্গলবার কিছু নেই। বুধবার–

–মঙ্গলবার কিছু নেই? ভেবে দেখ। প্রত্যেক অস্বীকৃত পাপের জন্যে সেন্ট জেভিয়ারের পবিত্র বেদীতে স পাঁচ আনা–

–মেরী মাতার দোহাই হুজুর, মঙ্গলবার আর কিছু নেই।

–আচ্ছা ক্ষেতের খাম-আলু সান্তারা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল বুরুথ টুডু আর তার ছেলে সল্ টুডু তাদের ঢিল ছুঁড়ে পা ভেঙে দিয়েছি।

–পা ভেঙে?

–হ্যাঁ হুজুর। পা একেবারে ভেঙে। মিথ্যে কথা বলব কেন।

–আর তুমি যখন অপরের ক্ষেত থেকে চুরি করলে তখন বুঝি পাপ হল না?

–আজ্ঞে–

–বলে যাও। বৃহস্পতিবার। পবিত্র সেন্ট টেরেসা বোজার পবিত্র স্মৃতিতে পূত বৃহস্পতিবার।

BANGLADARSHAN.COM

পুরোহিত হাঁটু গেড়ে বসে উক্ত সেন্ট টেরেসার উদ্দেশ্যে আভূমি প্রণাম করলেন। চাষাও তাঁর দেখাদেখি তাই করলে। তার পর বললে–হুজুর, বৃহস্পতিবার একজনের ধার শোধার কথা ছিল–দিই নি।

–ইচ্ছে করে? মনে ছিল?

–হ্যাঁ হুজুর। টাকাটা হাতছাড়া করতে কষ্ট হচ্ছিল।

–হুঁ? ধার করবার বেলা মনে থাকে না সেসব? টাকা শোধ দিয়েছ?

–না হুজুর।

–আত্মপ-শোধনকারীদের উচিত পাপস্বীকারপরের দিনই গির্জা থেকে ফিরে গিয়ে পূর্বের ত্রুটি সংশোধন করা। আজই টাকা শোধ দেবে। তারপর?

–তারপর, শুক্রবারে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে বলেছিলাম, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও–

–শনিবার?

–আজ্ঞে–আজ্ঞে–

–বল।

–আজ্ঞে ও-পাড়ার মঙ্গলদাসের শালী এসেছে পানজিম থেকে। তাকে দেখবার জন্যে, রাস্তার ইঁদারার পাশে যখন মেয়েরা চান করছিল, তখন বড় ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে দেখছিলাম।

বালাদাস দুই গালে হাত দিয়ে বললে–কি সর্বনাশ। কেন?

–আজ্ঞে তা যখন বলতেই এসেছি তখন বলব। মঙ্গলদাসের শালী নামকরা সুন্দরী পানজিমের। সেখানে কী নাচঘরে কাজ করে। অমন গাইতে নাচতে কেউ জানে না এ দেশে। গরবা নাচ খুব ভাল নাচে। খুব ভাল নাচ, সেবার এসে নেচে খুব নাম করে গিয়েছিল যে।

বালাদাসের অস্পষ্ট মনে পড়ল শুনেছিলাম বটে, পানজিমের একটি সুন্দরী মেয়ে গরবা পরবে হিন্দুদের উৎসব-দিনে বটতলায় অদ্ভুত নাচ নেচেছিল।

তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন–হুঁ। বড় উৎসাহ দেখা যাচ্ছে যে। ক বার দেখেছিল।

–আজ্ঞে, তা চার বার।

–চার বার?

–আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। মিথ্যে কথা কেন বলব।

BANGLADARSHAN.COM

–না, তুমি সত্যাগ্রহী পল। মেয়েটি কত বড় বললে?

–আজ্ঞে তা যুবতী। লেখাপড়া জানে। মঙ্গলদাসের সংসারের অর্ধেক খরচ তো সেই পাঠায় পানজিম থেকে হুজুর।

–কি নাম?

–সখীবাই।

–আচ্ছা যাও।

–চাষা চলে গেল।

নিজের অপরাধের ভারে তার মন এত ভারাক্রান্ত যে বাড়িতে গিয়ে সে রাঙা মাদ্সা চালের ভাত আর খামআলুর তরকারি খেতেই পারলে না। কঙ্কন উপকূল গোধূম উৎপন্ন করে না। ভাদ্রমাসে জনার আর এই মাদ্সা ধান উঁচু জমিতে জন্মায়–অন্য নীচু জমিতে হৈমন্তী ধান। মাদ্সা ধান ষাট দিনে পাকে বলে গরীব চাষীরা অর্ধেক জমিতে এর চাষ করে; সকালে উঠে ঐ ধানের রাঙা মিষ্টি ভাত পেট ভরে খেয়ে মাঠের কাজে বেরিয়ে যায়।

দুপুর ঘুরে গেল। মাঠে বসে বসে চাষা ভাবলে কাজটা খারাবি হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সেজন্য বকুনিও যথেষ্ট খেয়েছে সে মাননীয় পুরোহিত বালাদাসের কাছে।

তবে একটা কথা।

সখীবাই এখানে চিরকাল থাকতে আসে নি।

তিন চার দিন পরে সে পানজিমে চলে যাবে। যাবেই।

আজ না হয় সে জনার ক্ষেতের কাজ শেষ করে বিকেলে ফেরবার পথে সোজা বাড়ি না গিয়ে ওপাড়া দিয়ে একটু সখীবাঈকে আর একবার দেখে যাবে এখন।

ও রকম মেয়েছেলে এদিকে হর-হামেশা বড় একটা আসে না। না হয় এই অপরাধের জন্যে সে আগামী রবিবারে বাতি দেবে সেন্ট জেভিয়ারের দরগায়। পুরোহিত কিছু জরিমানা করবেন একই অপরাধ দুবার করবার জন্যে।

একটাকা স পাঁচ আনা। তা দেবে সে। গোয়ার পাইকারদের কাছে এক গাড়ি কুমড়ো বিক্রি করলে উঠে আস্‌বে এখন ও পয়সা।

BANGLADARSHAN.COM

কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে সে গুটি গুটি চলল মঙ্গলদাসের পাড়ার দিকে। আস্তে আস্তে সে ইঁদারার অদূরবর্তী বড় ডুমুর গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। ডুমুরের যে ঝাড় কাঁদি নেমেছে বৃদ্ধ মহাপুরুষদের দাড়ির মত, তারই ওপাশে কে যেন একজন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে না?

—কে রে?

চাষা গুঁড়ির এদিক থেকে ঘুরে গিয়ে দেখলে—ক্যাম্বিসের চটের গাউন পরে, লম্বা চুলদাড়ি কাঠের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে, ডুমুর ঝোড়ের তলায় চোরের মত দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বালাদাস পুরকোয়াস আপ্তে, পুরোহিত।

॥সমাপ্ত॥